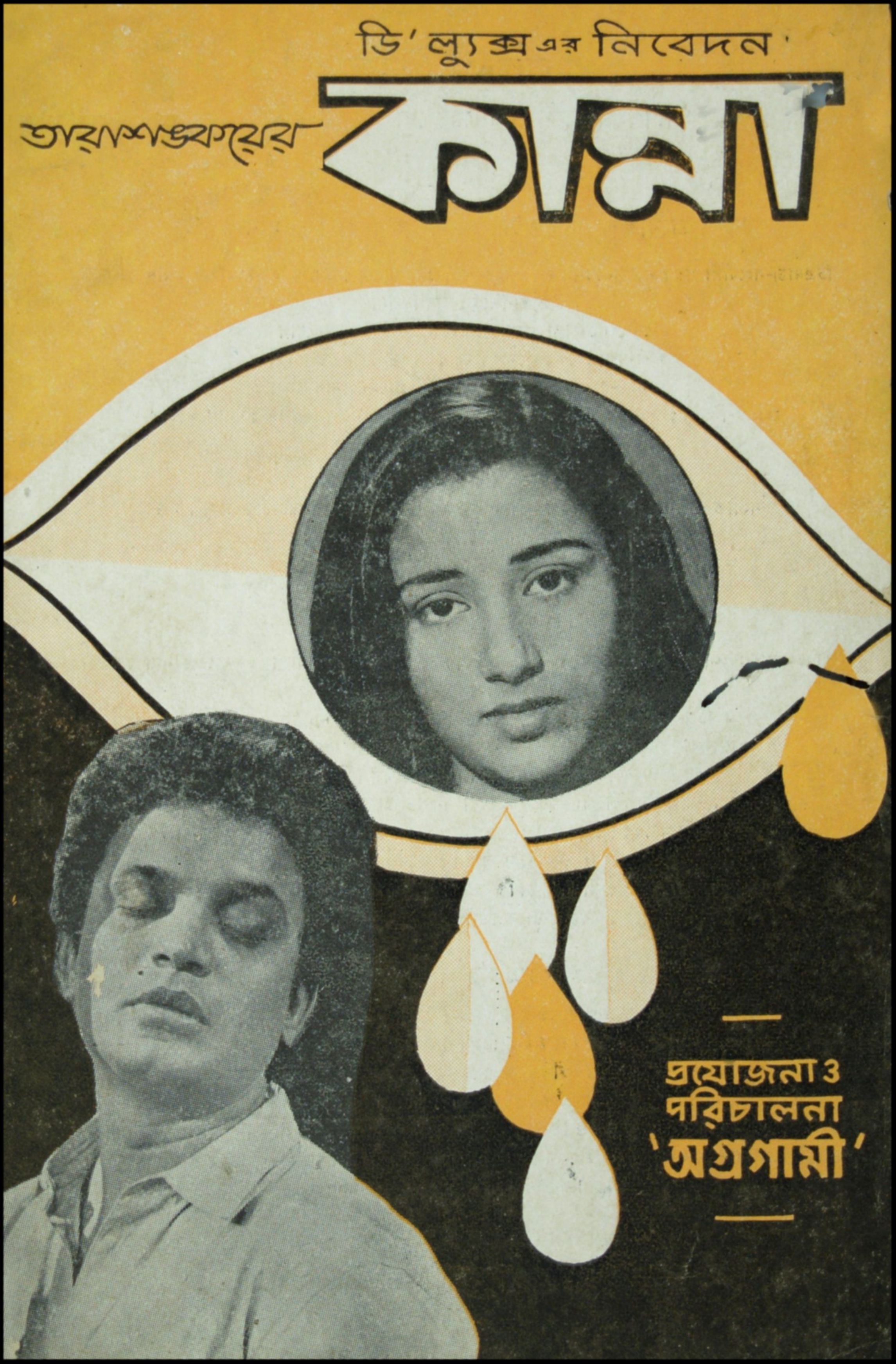
ডি'লুক্স এর নিবেদন
তারাশঙ্করের
কান্না
প্রযোজনা ও
পরিচালনা
'অগ্রগামী'

ডিল্যুক্স-এর নিবেদন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবলম্বনে—

কান্না

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রগামী ॥

চিত্রনাট্য-সহযোগিতায় : নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ চিত্র-শিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ সংগীত : সুধীন দাশগুপ্ত
নৃত্য-শিল্পে : অনাদিপ্রসাদ
॥ নেপথ্য বেহালা বাদ্যারোপে : প্রফেসর ভি. জি. যোগ ॥
॥ শব্দানুলেখনে : দেবেশ ঘোষ ॥ সত্যেন চ্যাটার্জী ॥
। গীত-রচনায় : কবি শৈলেন রায় ॥ গোপীনাথ সৈদা ॥
॥ শিল্প-নির্দেশ : সুধীর খাঁ ॥ সম্পাদনায় : কালী রাহা ॥ রূপসজ্জাকর : বসীর আমেদ ॥
॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রবোধ পাল ॥

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দাধারক যন্ত্রে বানীবদ্ধ
সংগীত ও শব্দমিশ্রণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ-এ গৃহীত ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীজ এ রীলগুলি পরিস্ফুটিত
॥ স্থিরচিত্রে : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী ॥ প্রচার : ক্যাপস্ ॥

: সহযোগিতায় :

পরিচালনায় : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ॥ জয়ন্ত ভট্টাচার্য ॥ নির্মলেন্দু ব্যানার্জী ॥ ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
রাসবিহারী দত্ত ॥ তরুণ দে (এ্যাঃ)
॥ চিত্র-শিল্পে : কেষ্ট চক্রবর্তী ॥ সুখেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ॥ শচীদুলাল মুখার্জী ॥
শব্দানুলেখনে : বাবাজী ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ সম্পদনায় : দেবী চক্রবর্তী
॥ শিল্প-নির্দেশনায় : ফণী বিশ্বাস ॥ দীপক দত্ত ॥ শম্ভু চরণ নাথ ॥
ব্যবস্থাপনায় : শান্তি চক্রবর্তী ॥ রবীন চৌধুরী ॥ চিত্তরঞ্জন ॥ কেষ্ট রাউথ ॥ কাতিক মণ্ডল
দৃশ্যপটাদি গঠনে : সুবোধ দাস ॥ ছেদীলাল ॥ চিরঞ্জীব ॥ বর্জু ॥ রামপিয়ারী
॥ দৃশ্যপটাদি অঙ্কনে : জগবন্ধু সাউ ॥
আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য ॥ ভবরঞ্জণ দাস ॥ অনিল পাল ॥ সুভাষ ঘোষ
রবীন্দ্র-সংগীত : "ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার" বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

: কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে :

ফাদার ফাঁলো, এস্-জের ব্যাণ্ডেল চার্চের কর্তৃপক্ষ ॥ ডি-সি (সেণ্ট্রাল ও সাউথ)
॥ এ-সি (সাউথ) ॥ মিঃ এ-ডি খান্, আই-সি-এস্ ॥
কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ॥ কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ ॥ ইম্পিরিয়াল নার্শারী এবং
হায়দ্রাবাদ কেন হাউস ও মিঃ রহমান্ (সিটি বার) ।
শ্রীনৃপেন মজুমদার (আর্ট এণ্ড প্রিণ্টার্স প্রাঃ লিঃ) ॥ শ্রীসুবীর হাজরা ॥ শ্রীশিবুদাস ব্যানার্জী
শ্রীদীপচাঁদ কংকারিয়া ॥ শ্রীকেবলচাঁদ দামানী ॥ শ্রীবিনয় চ্যাটার্জী ॥ শ্রীসুধাই মুখার্জী
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল ও ব্যাণ্ডেলের জনসাধারণ

: একমাত্র পরিবেশক :

ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

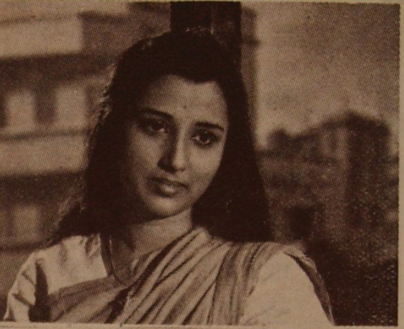

কান্না

আদি তমসার তীরে একদিন প্রথম মানুষকে আলোক পুরুষ প্রথম প্রশ্ন করে ছিলেন—"কি চাও তুমি ?" সে চেয়েছিলো আলো ! সৃষ্টির আদি অন্ধকার থেকে মানুষের সেই আলোক তপস্যায় আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব মহাকালের মন্দিরায় নানা সুরে বেজেছে, কখনও কোমল রেখাবে কখনও নিখাদের তীব্র মূর্চ্ছনায়, দুঃখ সুখের বিচিত্র রাগিনী মানুষের সকাল সন্ধ্যার সরু মোটা তারে কখনও হেনেছে অশান্তি কখনও এনেছে শান্তি ।

ফাদার সত্যপ্রিয় তাঁর বাজনায় মানুষের এই আদি কান্নার সুর তোলেন—আর জন সেই স্বাস্থ্যবান তরুণ যার তারুণ্যের মাধুর্য্যের সঙ্গে যেন আরো কিছু একটা মিশে আছে—একটা উদ্দাম আদিমতা। সেও শেখে সেই সুর। তার মিঠে হাতের বাজনায় ভরে উঠে ফাদারের বাড়ির সকাল

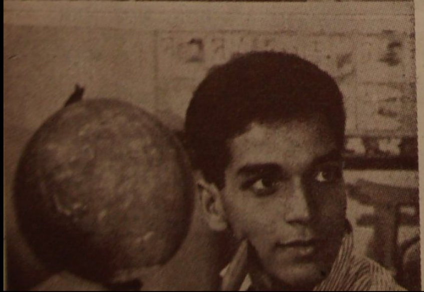

সন্ধ্যা। "সব মানুষের জীবনই একটা এক্সপেরিমেণ্ট" একটা বিচিত্র পরীক্ষা বলে ফাদার বিশ্বাস করেন—আর তাই জনকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগ, সত্যের পরীক্ষায় তিনি হারবেন কি জিতবেন তিনি জানেন না। তবু মানুষের ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা অসীম, তিনি বিশ্বাস করেন সব মানুষই উত্তীর্ণ হতে পারে কাজের মধ্যে দিয়েই, কারণ প্রতিদিনের কাজই আমাদের প্রার্থনা—শুধু চার্চ্চ বা মন্দিরে নয়, আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের কাজের মধ্যে সত্যিকারের প্রার্থনা বাজছে—তাই তিনি জানেন যে-জন দিনান্তে একবারও বাইবেল ছোঁয়না—তার জীবনেও আসবে সত্যের নতুন আলো—কারণ সে সুর ভালোবাসে—সংগীত তারই কাজ—তারই প্রার্থনা।

একথা ফাদারের সঙ্গে আরো একজন বিশ্বাস করে—সে লনা সেই আশ্চর্য্য ফুলের মতো মেয়েটী যার মধ্যে সৃষ্টির আদি মাধুর্য্য একটা শ্বেত শুভ্র স্বপ্নের প্রসন্ন সুরভিতে মনকে ভরিয়ে দেয়। ফাদারকে সে আশ্বাস দেয়—জন তাঁর শিক্ষা দীক্ষাকে ব্যর্থ করবে না। কিন্তু তবু কেন মাঝে মাঝে একটা বিষন্নতায় ভরে ওঠে তার মুখ, কোথায় যেন তার আশঙ্কা,—জনের চঞ্চল চোখে অরণ্যের যে ছায়া সে দেখতে পায়—সেই অরণ্য আদিমকে সে ভয় করে। এ যেন অন্য জন—যে সুরপাগল সুরের স্বপ্নে ভরে দেয় আশ্চর্য্য সুন্দর সকালটাকে তার সঙ্গে কোন মিল নেই তার। তার শঙ্কাতুর কণ্ঠে বাজে—"ঈশ্বর তোমার সহায় হোন জন।" তার নিরুচ্চার প্রার্থনায় জনের এই মঙ্গল কামনা—ফাদারের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা।

তবু অশান্তি এলো একদিন। সৃষ্টির সেই আদিম অশান্তি—সেই অন্ধকার যা মানুষের স্বভাবের গভীর থেকে মানুষকে ডাকে সর্ব্বনাশের নেশায়। আর অন্ধকারের স্রোতে এল একদল অন্ধকারের জীব যারা ডাক দিল জনকে জীবনের শুভ্র দিগন্ত অভিসার থেকে অন্য এক দিগন্তে, আর এক অতল গহ্বরে অন্য এক ঋতুতে—সে বুঝি নরকের। কেন এদের ডাক হারিয়ে দিল জনকে, কেন আবার সেই অন্ধকার! সেই অন্ধকার থেকে একটি মর্ম্মভেদী কান্না, একটা করুণ গানের মতো আলোর প্রার্থনায় বেজে উঠল তারই উৎকণ্ঠাভরা নাটকীয় কাহিনী "কান্না"য় দেখা যাবে।

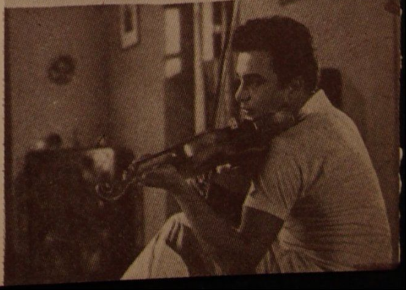

: শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তমকুমার ● নন্দিতা বসু

সুলতা চৌধুরী ॥ শোভা সেন ॥ রেণুলা লাহিড়ী ॥ জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সবিতা সিন্‌হা ॥ পৃথা চট্টোপাধ্যায় ॥ উষা দেবী ॥ ইলা ॥ কণিকা শীল ॥ আরতি ॥ রাধামোহন ভট্টাচার্য ॥ শ্যামল ঘোষাল ॥ সুনিলেশ ভট্টাচার্য ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ সলিল দত্ত ॥ ধীরেশ বন্দ্যোঃ ॥ শৈলেন গঙ্গোঃ ॥ কমল ঘোষ ॥ যামিনী বন্দ্যোঃ কাজল রায়চৌধুরী ॥ শ্যামল ভট্টাচার্য ॥ সতু মজুমদার ॥ অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় রবি গুহ ও আরো অনেকে।

●

নেপথ্য সংগীতারোপে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আরতি মুখোপাধ্যায়

গান

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার !
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম চাই যে বারে বার।
বাহিরে তোমারে দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হ'তেছ তুমি পার।

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোলাপের দিন আজ চামেলীর এই বেলা—
বঁধু মোর মনচোর মুছে নাও আঁ[illegible]ার
ভ'রে নাও; ভ'রে নাও পেয়ালা
জনম মরণ দোলে
এই দুটি আঁখিতে,
নিভুক দীপের আলো
মধুনিশা জাগিতে ॥
মরণের সাথে হায় জীবনের এ খেলা—
ভ'রে নাও, ভ'রে নাও, ভ'রে নাও পেয়ালা।
জীবনের পিয়াসী গো
পরাণের পিয়াসী,
চোখে চোখে শুনে যাও
প্রাণে বাজে কী বাঁশী।
নয়নে রচন করো স্বপনের সে মেলা—
ভ'রে নাও, ভ'রে নাও, ভ'রে নাও পেয়ালা।

কথা : শৈলেন রায়, সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

চিড়িয়া মায়তো বন কি হুঁ
রাণী অপনে মন কি হুঁ
ছেড়ো স্থ ছায়লা মোহে উড় যাউঙ্গী ॥
চঞ্চল মৈ বচপন কি হুঁ
সজনি এক সাজন কি হুঁ
ছড়না ছ্যয়না মোহে উড় যাউঙ্গী
ইতনি জল্‌দি হায় কিসিকে হাথ
হ্যহী ম্যয় আউঙ্গী
ডক্‌তে রহ্‌ যায়েঙ্গে রাহী ম্যয় বন কো
উড় যাউঙ্গী,
ধরে ক্যা কোরী মেরে দো পর হায়
বড়ে সুন্দর হ্যায় কুছ সনকি হুঁ ॥ ছেড়ো স্থ—॥
দুনীয়া আঁখ লগায়ে মেরি সুরত
ভোলি ভালি পর
মেরা ঘর হ্যায় এ্যায়ে অলবেলে হর
ফুলোঁকি ডালি পর
মুঝে ডর নহী মনমে বালম হ্যায় ফির ক্যা গম
ম্যায় উনকি হুঁ ॥ ছেড়ো স্থ—॥

কথা : গোপীনাথ সৈদা, সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

আগামী আকর্ষণ !

●

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের
পটভূমিকায়
রূপায়িত
তারাশঙ্করের
জীবন-ভিত্তিক
কাহিনীর.......
খুঁৎ রূপায়ণ !

●

গীতকার :
কবি শৈলেন রায়
সংগীত :
রবীন চ্যাটার্জী

●

রূপায়ণে :: উত্তমকুমার ॥ সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ সুপ্রিয়া চৌধুরী
পাহাড়ী সান্যাল ॥ অনিল চ্যাটার্জী ॥ প্রেমাংশু ॥
গঙ্গাপদ ॥ নিভাননী ॥ গীতা দে ॥

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩।